ছোটগল্প

উপহার

সিদ্ধার্থ সিংহ

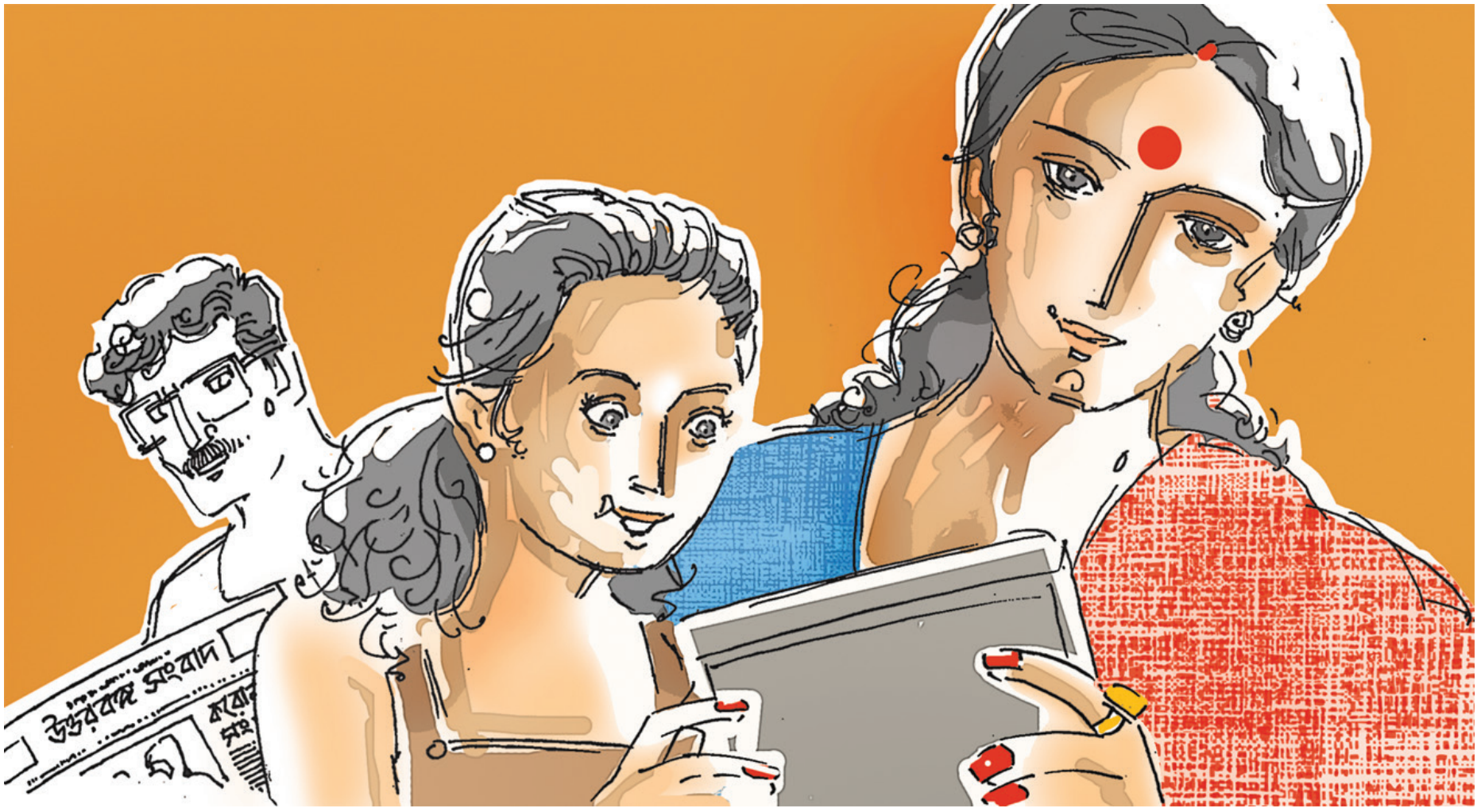

পঁচিশ বছরের বিবাহবার্ষিকীতে ওঁরা এত উপহার পেয়েছেন যে, উপহারের মোড়ক খুলতে খুলতেই ওঁরা ক্লান্ত। তবু তারই মধ্যে একটি ইন্ডাকশন কুকারের প্যাকেট খুলে যখন রিয়া বললেন, বাহ্, খুব ভালো হয়েছে, তখন মায়ের সঙ্গে মোড়ক খোলায় হাত লাগানো তাঁর সতেরো বছরের মেয়ে বলল, কী গো?

রিয়া বললেন, ইন্ডাকশন। তোর টুকিটাকি জিনিসগুলো এবার থেকে এটাতেই করব। আর এটাতে তো আগুনের কোনও ব্যাপার নেই। ইলেকট্রিকের এবং খুব সেফটিও। ফলে তুইও এটা ব্যবহার করতে পারবি।

মেয়েকে কখনও আগুনের কাছে যেতে দেন না রিয়া, যাতে মেয়ের গায়ের রং পুড়ে না যায়। জামাকাপড় কাচতে দেন না, যাতে হাতে কড়া পড়ে না যায়। আনাজও কাটতে দেন না, যদি আঙুল কেটে যায়। কিন্তু এ মেয়ে এ সব করতে চায়। তার আর পাঁচটা বন্ধুর মতোই। কিন্তু মা করতে দিলে তো! তা মা যখন বললেন, তুইও এটা ব্যবহার করতে পারবি, তখন খুশিতে ডগমগ হয়ে মায়ের পাশে এসে প্যাকেট থেকে বের করে ইন্ডাকশনটা দেখতে লাগল। প্যাকেটের ভিতরে ছিল, কুকারটি কীভাবে ব্যবহার করতে হয়, তার নিয়মাবলি সম্বলিত কয়েকটি পাতার একটি পুস্তিকা এবং তার সঙ্গে দু'তিনটি কাগজ। মেয়ে সেগুলো দেখতে দেখতে হঠাৎ তার মাকে বলল, এটা কে দিয়েছে গো?

রিয়া বললে, কেন?

মেয়ে বলল, বিলে তো দেখছি এটা কেনা হয়েছে সতেরো বছর আগে।

রিয়া বললেন, মানে?

মেয়ে বলল, হ্যাঁ, দেখো না, এই তো বিল।

রিয়া অবাক। মেয়ে বলল, কে দিয়েছে? ট্যাগটা কোথায়?

মা ট্যাগ খুঁজতে লাগলেন। আসলে এতগুলো উপহার। তিনদিন ধরে খোলাখুলি চলছে। মোড়ক-টোড়কগুলো যেগুলো প্রচুর সেলোটেপ-ফেপ মারা, খুলতে গিয়ে ছিঁড়ে যাচ্ছে, সেগুলোর ছেঁড়া টুকরো যাতে ঘরময় ছড়িয়ে না পড়ে, সে জন্য আগেই উপহারগুলো থেকে ট্যাগগুলো টান মেরে মেরে ছিঁড়ে একটা বড় পলিব্যাগে ভরে রেখেছেন। আর যে মোড়কগুলো খোলার পরেই শেষ পর্যন্ত গোটা থাকছে, সেগুলো পাট-পাট করে ভাঁজ করে রেখে দিচ্ছেন, এর তার জন্মদিনে পেন-টেন বা ওই জাতীয় ছোটখাটো কোনও উপহার দেওয়ার সময় এগুলোর খুব দরকার হয়। তাই রিয়া কোনও উপহার পেলেই মোড়কগুলো সন্তর্পণে খুলে খুব যত্ন করে গুছিয়ে রেখে দেন।

কিন্তু মেয়ে যখন বলল, কে দিয়েছে, ট্যাগটা দ্যাখো তো, তখন তিনি খুব সমস্যায় পড়ে গেলেন। সবগুলোর ট্যাগই তো ওই প্যাকেটে ঠেসেঠুসে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। এখন কোন ট্যাগটা এটার সঙ্গে লাগানো ছিল, সেটা বুঝবেন কী করে। আর তার থেকেও বড় কথা, সবগুলো উপহারের সঙ্গেই তো আর ট্যাগ লাগানো ছিল না। বিশেষ করে ছোটখাটো, খুচখাচ এবং কমদামি ম্যাড়ম্যাড়ে উপহারগুলোর সঙ্গে তো নয়ই। তাই রিয়া মনে করার চেষ্টা করতে লাগলেন, এটার সঙ্গে আদৌ কোনও ট্যাগ লাগানো ছিল কি না...

এটা একটু দামি উপহার। যে বা যিনি দিয়েছেন, তিনিই যে এটা দিয়েছেন, সেটা জানানোর জন্য তিনি নিশ্চয়ই তাঁর নাম-ধাম লিখে সুন্দর একটা ট্যাগ এটার গায়ে ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন। আবার এমনও হতে পারে, কাউকে উপহার দেবেন বলে একসময় উনি এটা কিনেছিলেন। কিন্তু শেষ মুহূর্তে আর সেই নিমন্ত্রণে যেতে পারেননি, তাই এত যত্ন করে তিনি এটা তুলে রেখে দিয়েছিলেন যে, পরে এটার কথা তাঁর আর মনেই পড়েনি। হয়তো পরিষ্কার-টরিষ্কার করতে গিয়ে কিছুদিন আগে এটার হদিস পেয়ে ঠিক করে রেখেছিলেন, সদ্য নিমন্ত্রণ পাওয়া ওদের পঁচিশ বছরের অ্যানিভার্সারিতে তো ভালো কিছু একটা দিতেই হবে, ভালোই হল, এটা দেওয়া যাবে। তাই এটা দিয়েছেন। অনেকদিন আগে কেনা ইন্ডাকশন কুকারটা কেমন আছে, প্যাকেটের ওপর দিয়ে তো আর বোঝার কোনও উপায় নেই, যতই মোড়ক করা থাক, পড়ে থেকে থেকে কেমন যেন একটু পুরোনো-পুরোনো হয়ে গিয়েছে ... তাই আর রিস্ক নেননি। উপহার হিসেবে ওটা দিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু কে দিয়েছেন, সেটা যাতে বুঝতে না পারে, সে জন্য কোনও ট্যাগই লাগাননি। আর তাঁরা যখন উপহার নিয়েছেন, তখন তো আর ওষুধ কেনার মতো চেক করে নেননি যে, এক্সপায়ারি ডেট পার হয়ে গিয়েছে কিনা। তাই..

ভিতর ঘরে ছিলেন রিয়ার স্বামী। বউ-মেয়ে আজও এতক্ষণ ধরে কী করছে, দেখার জন্য এই ঘরে ঢুকতেই তাঁর মেয়ে বলল, বাবা দ্যাখো, তোমাদের কোনও আত্মীয় বাড়ি-সুদ্ধু নিমন্ত্রিতদের সামনে বড় মুখ করে কী সুন্দর একটা পুরোনো জিনিস গছিয়ে দিয়ে গিয়েছেন।

বাবা জানতে চাইলেন, কী?

মেয়ে বলল, ইন্ডাকশন কুকার।

এমনও হতে পারে, কাউকে উপহার দেবেন বলে একসময় উনি এটা কিনেছিলেন। কিন্তু শেষ মুহূর্তে আর সেই নিমন্ত্রণে যেতে পারেননি, তাই এত যত্ন করে তিনি এটা তুলে রেখে দিয়েছিলেন যে, পরে এটার কথা তাঁর আর মনেই পড়েনি। হয়তো পরিষ্কার-টরিষ্কার করতে গিয়ে কিছুদিন আগে এটার হদিস পেয়ে ঠিক করে রেখেছিলেন, সদ্য নিমন্ত্রণ পাওয়া ওদের পঁচিশ বছরের অ্যানিভার্সারিতে তো ভালো কিছু একটা দিতেই হবে, ভালোই হল, এটা দেওয়া যাবে। তাই এটা দিয়েছেন